লাইভ ডকুমেন্টেশন

ঘনশ্যাম চৌধুরি

গতবছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশিষ্টচিত্র পরিচালক অহীন্দ্র সেনের ছবি পুরস্কার পেয়েছিল। ছবির বিষয় ছিলো মানব সম্পর্ক। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই ও বাঙালী মধ্যবিত্তেরপ্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা নিয়ে ফিচার ফিল্ম করে তিনি এরআগে আরো দু'দুটো আন্তর্জাতিক পুরস্কার তাঁর ঝুলিতেভরেছেন। সর্বশেষ যে কাজটি করে তিনি কান থেকে পুরস্কারটি তুলে নিয়েএলেন, সেখানে তিনি দাণ সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এইকথা চলচ্চিত্র সমালোচকরাই বলেছেন।

আজসন্ধ্যেয় এমনই একজন ডাকসাইটে ফিল্ম ত্রিটিক চন্দ্রভান মুখার্জির সঙ্গে অহীন্দ্রসেনের বাড়ির ড্রইংমে বসে কথা হচ্ছিল তাঁর।

সমাজেরঅস্থিরতা আর মুত্ত চিন্তাকে আপনি এই ফিল্মে যে-ভাবে এনেছেন,তা এককথায় অন্যবদ্য। বললেন চন্দ্রভান।

গর্বিতহাসি অহীন্দ্র সেনের মুখে।

আধুনিকযৌনজীবনের জিজ্ঞাসা, টি এজ সেক্স এবং তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আপনার কাহিনী ও ক্যামেরায় শুধুজীবন্ত হয়ে উঠেছে বললে কমই বলা হয়, এই ফিল্ম ভারতীয়চলচ্চিত্র ইতিহাসে মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

হ্যাঁ।আমি আমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে ঘনিষ্ঠতর দৃশ্যে অভিনয় করিয়েনিয়েছি সাবলিলভাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। আজন্মলালিত যাবতীয় সংস্কার আমি ভেঙেছি ।

সেখানেই আপনিকেল্লা মেরে দিয়েছেন। আপনার পরবর্তী ভেঞ্চার কী, যেটা জানতেই আমারআপনার কাছে আসা অহীন্দ্রবাবু।

আপনারামিডিয়া জগতের মানুষ যেভাবে আমাকে হেল্প করেছেন, তা আমি ভুলি কিকরে ।

চন্দ্রভানবাবুওহাসলেন। হাসিতে কৌতুক উছলেউঠলো।

বুঝলেনচন্দ্রভানবাবু, এবারও আমি আমার ফিল্মে, বলতে পারেন আমারচিন্তার বিন্যাসে চমক আনতে চাইছি। এবার বেছেছি সাঙঘাতিক কঠিন এক জীবন।

কী সেই থিম ?

কয়লাখনিরশ্রমিক-মজুরদের জীবন। ক'দিন ধরেতাই নিয়ে পড়াশোনা করছি। পাতালগহ্বরে প্রতিদিন ওরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েকয়লা কাটে। ধসে, আগুনে মারাযায় । মৃত্যুর মধ্যেই ওদের জীবনচলমান। তারই মধ্যে নরনারীর সম্পর্কগড়ে, আবার ভাঙে। ওদের প্রেম,ওদের সংসার, ওদের যৌনতা, ওদের লড়াই-সবকিছুকে আমার পরবর্তীফিল্মে একটি ফ্রেমের ঠাস বুনুনিতে বাঁধতে চাই আমি।

ওয়াণ্ডারফুল !মিস্টার সেন, ওয়াণ্ডারফুল আপনার আইডিয়া। আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি, অসাধারণ এক প্রোডাকশনপর্দার বুকে ফুটে উঠেছে। জুরিদের বেশির ভাগ রায় আপনার দিকে।বিদেশি প্রতিনিধিদের করতালি.... বারে বারে ক্যামেরায় ফ্লাশগান ঝলসেউঠছে ।

এইসব কথা শুনেঅহীন্দ্র সেনের চোখ দু'টো মদির -স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল। তিনি দেখছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের রঙিনবর্ণোজ্জ্বল আলো। .... সেরা ছবি নির্মাতার স্বর্ণ স্মারক হাতে মঞ্চের মধ্যমণিতিনিই।

চন্দ্রভান মুখার্জিবলে যাবার পর মোবাইল থেকে ফোন করলেন অহীন্দ্র সেন।

হ্যালো !

হ্যালো, সুবোধ!

হ্যাঁ অহীন্দ্র দা।

লোকেশন কনফার্ম হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে ।সব কাজ পাকা। ব্ল্যাক ডায়মণ্ডেরটিকিট কাটতে দিলাম।

কবে?

আপনি যেদিনবলেছেন। রবিবার।

ওকে। ভেরিগুড।

হাওড়াস্টেশন থেকে রবিবার ভোরের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে চেপে অহীন্দ্রসেনের প্রোডাকশন টিম দুপুর আড়াইটে নাগাদ আসানসোল স্টেশনেএসে পৌঁছোল। স্টেশন থেকে পাঁচতারা হোটেল আসানসোল ইন্টার-ন্যাশানাল। আজ বিশ্রাম। বিকেলের ট্রেনে এসে পৌঁছোবেন জনপ্রিয় নায়িকা আম্রপালিচৌধুরী। এই হোটেলে অহীন্দ্র সেনেরপাশের এসি মটা তাঁর জন্য বুক করা আছে।

বিকেলের গাড়িরাইট টাইমেই ঢুকলো। আম্রপালিচৌধুরী এলেন। তাঁর জন্য একটাদুধসাদা অ্যাম্বাসাডর স্টেশনে মজুত ছিলো। সেই গাড়ি তাঁকে নিয়ে এলো হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনালে ।

অহীন্দ্র সেনের মেবেল বাজলো। তিনি দরজা খোলামাত্রইএকরাশ বিদেশী পারফিউমের গন্ধআর উদ্ধত উগ্র সৌন্দর্যের চাকচিক্যনিয়ে নায়িকার প্রবেশ। আম্রপালির অহঙ্কারী স্তনযুগলের দিকে প্রথমেইচোখ চলে গেল অহীন্দ্রবাবুর।

অহীন্দ্রদা, চলেএলাম।

গুড। কাল সকালে সুটিং স্পটে যাবো। এখন স্নান-খাওয়া এবং রেস্ট। সন্ধে সাড়ে সাতটায় তোমাকে নিয়ে বসবো। তখন ডায়লগ হাতে পাবে। তোমায় ক্য

ারেকটারের ধরণ, বিশেষ করেমানসিক দিকগুলোর ডিটেল এক্সপ্ল্যানেশন তখন তুমি পেয়ে যাবে।
থ্যাঙ্কসঅহীন্দ্রদা।
ঠিক আছে।তোমার মে ঢুকে পড়ো।
আম্রপালিনিজের ঘরে ঢুকে পড়বার পরেপরেই অহীন্দ্রবাবুর কাছে ঢুকে এলেন তারটিমের প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস ।
এসো সুবোধ।
যেটা বলতেএলাম দাদা।
বলো।
লোকেশনের জন্যযে জায়গাটা ঠিক করেছি, তা হলো বারাবনি লুপ রেললাইনের কিছুটা দূরেভানোড়া কয়লা খনির পরিত্যক্ত ধসএলাকা। তার আশপাশে ছোট ছোট আদিবাসী-তফসিলী গ্রামও আছে।
জায়গাটা দেখেতুমি স্যাটিসফ্যায়েড তো?
হ্যাঁ। এবারআপনি দেখুন।
কাল সকালেচলো যাই। দেখে আসি। পরশুর জন্য একটু ওয়ার্ম আপ হয়ে যাবে।
প্রোডাকশনম্যানেজার চলে গেলেন। পরিচালক চুপচাপ বসে রইলেন তাঁর চেয়ারে। বহুক্ষণ । অহীন্দ্র সেন সুটিংয়ে নেমেসাঙঘাতিক পরিশ্রম করেন এ-কথা সবাই জানে। তার আগে একা ঘরে চুপকরে বসে থেকে, নিজের গভীরতায় ডুব দিয়ে, পরিচালক আসন্নকর্মপ্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।
চিত্রনাট্যের যে দৃশ্যটি আগামীপরশুদিন তিনি ক্যামেরাবন্দী করবেন, তার সংলাপের কাজগপত্রগুলো ফাইল থেকে বের করেআরো একবার দেখে নিলেন। মোটামুটিসময় বিষয়গুলোই হাতের মুঠোয়। ফের তিনি ডুব দিলেন নিজস্ব চেতনার গভীরতর প্রদেশে।
মাপা সময়েকাজ করেন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক। যেমনটিকথা দিয়েছিলেন, ঠিক সাড়ে সাতটায় তিনি তার ছবির নায়িকা আম্রপালিচৌধুরীর ঘরে নক্ করলেন ।
দরজা খুলেইউচ্ছ্বাসের মাত্রা সপ্তমে তুললো একুশ বছরের গৌরাঙ্গী।
হাই অহীন্দ্রদা।একেবারে সাড়ে সাতটা! আপনিতো হানড্রেড পার্সেন্ট পাংচুয়াল!
না হলে ঠিকসময়ে ঠিক কাজ হয় না। হয় না কোনোবড় মাপের কাজ।
একেবারেজড়িয়ে ধরে আম্রপালি তাঁর পরিচালককে তাঁর ঘরের সোফায় এনে বসালো।প্রায় অহীন্দ্র সেনের কোলেই বসে পড়লো সে ।
বিশ্ববিখ্যাতপরিচালক মনে মনে চল্‌কে যাচ্ছিলেন। টলে পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন, কখনকোথায় চলতে হয়, আর কখন কোথায় থামতে হয়। না হলে তিনি এই খ্যাতিরচূড়ায় আসতে পারতেন না।
কি খাবেনঅহীন্দরদা? কফি বলে দাও। টেলিফোন তুললো আম্রপালি । বললো, দু'কাপ কফি আর স্ন্যাকস।
অহীন্দ্র সেন এখনসিরিয়াস। যে ঢ় জীবনকে তিনি তুলে আনতে যাচ্ছেন, তাতে যেন চূড়ান্তবাস্তবতা থাকে।
আম্রপালি,শোনো!
বলুন।
তুমি এককয়লাখনি শ্রমিকের যুবতী স্ত্রীর ভূমিনকায় অভিনয় করবে। এই রুক্ষ-কঠিন কয়লাখনি অঞ্চল, যেখানেআগুন, ধস, গ্যাসে বিস্ফোরণ, এমন অজস্র বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে তোমাদের শ্রমিক বস্তিতেতোমাদের ছোট্ট সংসার। মালভূমির এইপাহাড়ী প্রকৃতির সঙ্গে তোমনাদের জীবন যেন একাকার হয়ে আছে। এমন এক শ্রমিক বধূর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে তোমাকে।
আম্রপালিনিবিষ্টতার গহীনে নিয়ে গেল নিজের মনকে। তার পরিচালকের কথায় প্রতিটি অক্ষর বুঝে নিতেচাইলো সে।

দুই

পরের দিনসকালেই ওরা চলে এলো এখানে। মালভূমির চড়াই উৎরাই জমি। দূরে দূরে দ্বীপের মতো গ্রামগুলো। বারাবনি লুপ রেলপথের অদূরেভানোড়া কয়লখনির পরিত্যক্ত ধসে ডেবে যাওয়া অঞ্চল। মাঠের পর মাঠ সবুজ ধানের চারাগুলোনিয়ে ঝুলে রয়েছে এখানে সেখানে।
অদ্ভুত ! যেনভূমিকম্প হয়েছে এখানে। সুবোধ, তুমিএকেবারে আমায় মনমতো জায়গা চুজ করেছো। অহীন্দ্র সেন খুব খুশী।
অহীন্দ্রদা, ওই যে কাছাকাছি যেসব গ্রাম দেখা যাচ্ছে, সবআদিবাসী সাঁওতাল অথবা তফসিলী ডোম-বাগদী-বাউড়ীদের গ্রাম। সব ঘুরে দেখেএসেছি আমি। ওদের বসতবাড়িগুলোতেও ফাটল ধরেছে।
ওইসব গ্রাম আরবাড়িগুলোককেও ক্যামেরায় ধরতে হবে।
ঠিক আছে। সেসব হয়ে যাবে।
আজ পরিচালকের সঙ্গে প্রোডাকশনম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস ছাড়াও এসেছেন ক্যামেরাম্যান, লাইট এক্সপার্ট এবং আরোএকজন সহকারী ক্যামেরাম্যান। অভিনেত্রীআম্রপালি চৌধুরী তো এসেছেনই। তার সঙ্গে এসেছেনই। তারসঙ্গে এসেছেন তাকে সর্বক্ষণ পরিচর্যা করার জন্য একজন মহিলাবিউটিশিয়ান।
তা হলে সুবোধ,আমার পার্টিকুলার যে স্পটটা চাই, তেমন জায়গাটা কোথায় ?
চলুন, সামনেইআছে। সুবোধ বিশ্বাস চললেন আগে আগে।তারপর পুরো দলটা । মিনিট দশ-বারোররাস্তা। সুবোধ বিশ্বাস এবার দাঁড়ালেন। যে পাকা রাস্তা ধরে ওরা এতটা রাস্তা এলো, সেইরাস্তা সহসা উধাও। সামনেভয়ঙ্কর এক ফাটল। মনে হচ্ছে তা যেন পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরেনেমে গেছে। সুড়ঙ্গখানির যে বিশাল হেড গিয়ারের চাকা ঘুরতে ঘুরতেডুলিগুলো খানির ভেতরে নামিয়ে দেয়, হেডগিয়ারের সেই লোহারখাঁচার বেশিরভাগটাই মাটির ফাটলে ঢুকে গেছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য ।
বেশিদিন হয়নি এই খনিতে ধস নেমেছে। কয়েকজনশ্রমিক মারাও গেছে তাতে।
বললেন সুবোধবিশ্বাস।
অসাধারণ।সুবোধ, তোমার লোকেশন চয়েজ অসাধারণ! -- অহীন্দ্র সেন উত্তেজিত। দাণ খুশি।
আম্রপালি! এদিকে এসো তো!

আম্রপালিগাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ধস কবলিত কয়লাখনি এলাকায় প্রকৃতিতেএক ধরণের খাঁ খাঁ শূন্যতা থাকে। তার প্রভাব পড়ে ছিলো তার মানে। সে খানিকটা ঘাবড়েই গিয়েছে। সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো।

কী অহীন্দ্রদা?

চলো, আরোখানিকটা এগিয়ে যাই।

অহীন্দ্র সেন,আম্রপালি চৌধুরী আর সুবোধ বিশ্বাস সেই ভয়ঙ্কর ফাটলের আরোকাছে এগিয়ে গেল। ধসের যত কাছেযাচ্ছিলো আম্রপালি, ততই সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলো। এবার দাঁড়ালেন পরিচালক সেন !

একচূড়ান্ত মানবিক দৃশ্য আমি কালকে এখানে ক্যামেরাবন্দী করতে চাই।

বিখ্যাতচলচ্চিত্র পরিচালকের কথায় প্রতিটি শব্দবিন্যাস এরা নিবিড়ভাবে বুঝেনিতে চাইছিলো। অহীন্দ্র সেনের প্রতিটি কথায় এখন প্রবলআত্মপ্রত্যয়।

শোনোআম্রপালি, কয়লা খনির শ্রমিক বস্তির ছোটেলাল বাগ্দীর বউ তুমি। শ্রমিক ধাওড়ায় তোমাদের দু'জনেরসংসার। তোমার ডাকনাম মুন্নি। মুন্নি বাগ্দী। তোমাদের একটা ছোট্ট ছাগলছানাআছে। তুমি তোমার ঘরের সামনেটাঝাঁট দিচ্ছিলে। সেই সময় তোমার পোষা ছাগলছানাটি লাফাচ্ছিলো।উল্টোপাল্টা দৌড়োচ্ছিল। তোমাকে কল্পনা করতে হবে, ওযেন ছোট্ট একটা মানবশিশু । তাকে তুমি বলছো, অ্যাই, লাফাস না!দৌড়োস না! কিন্তু ছাগলছানাটি লাফিয়েই যাচ্ছে। ধরতো ! বলে তুমি তাকে ধরতে গেলে। কিন্তু সে প্রচণ্ড এক ছুট লাগালো। তুমিনও ছুটলে। দিকবিদিকছুটতে ছুটতে সে ধসের গভীর ফাটলের মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল । তুমি ডুকরে কেঁদে উঠলে। যেন তোমার সন্তান হারিয়ে গেল। তোমায় হাহাকার, সন্তান হারানোরতীব্র শোক, কান্না, আর্তি -- সব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

আম্রপালি নিশ্চুপ।

আম্রপালি, ওই দেখো, ধসের মধ্যে এই পরিত্যক্ত কয়লাখনির সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক তার রূপ। এই ভয়ানকেরসঙ্গে তোমাদের রোজকার ওঠাবসা। প্রতিদিনের বন্ধন। সম্পর্ক। তুমি ফাটলের সেই কিনারা পর্যন্ত যাবে। ক্যামেরা তোমাকে ফলো করবে। তোমায় এক্সপ্রেশন ক্লোজ আপে ধরবে ।

কিন্তু এইসময়কার জনপ্রিয় নায়িকা আম্রপালি চৌধুরী ধসের ভেতরে কয়লাখনিরনিকষ কালো সুড়ঙ্গমুখের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়লো। সে দরদর করে ঘামছে। তাঁর সঙ্গী বিউটিশিয়ান মহিলা ছুটে এসেতোয়ালে দিয়ে মুখ ঘাড় -গলা মুছে দিল। ফ্লাক্স থেকে ঢকঢক করে জল খেলো আম্রপালি চৌধুরী।

না,না, না, !আমি এখানে দাঁড়িয়ে শট্ দিতে পারবো না! কি ভয়ানক সুড়ঙ্গ! আমারমাথা ঘুরছে অহীন্দ্রদা। আমি এখানেদাঁড়াতে পারছি না !

অহীন্দ্রবাবুরনির্দেশে সেই বিউটিশিয়ান মহিলা ও সহকারী ক্যামেরাম্যান নায়িকাকে ধরেগাড়ির কাছে নিয়ে গেল। পরিচালকেরকপালে ভাঁজ পড়লো।

সুবোধবাবুবললেন, ডামি লাগবেই অহীন্দ্রদা।

কিন্তু এইমভূমিতে ডামি অ্যাক্টর কোথায় পাব? তাও আবার হিরোইনের পাল্টা !এদিকে কাল সারাদিনের জন্যসমস্ত সেট আপ রেডি। এমনছিঁচকাঁদুনে মেয়েদের দিয়ে কাজ হয় !যত্তোসব বোগাস!

এরকম একটাআন্দাজ করে আমি ডামির ব্যাপারে একটু কথা বলে রেখেছি। কিছু আদিবাসী শ্রমিক আর আঞ্চলিক কিছু পুষ-মহিলা না হলে সিন্‌টায়রিয়ালিটি আসবে না। অ্যাবসার্ড মনেহবে। বললেন প্রোডাকশন ম্যানেজার।

দ্যাখো তাহলেতুমি ।

অহিন্দ্রদা, কোনোচিন্তা করবেন না। আজ সারাদিনপুরো পাচ্ছি। প্রবলেম সলভ্ হয়ে যাবে। এসব সমস্যা তো রোজকারব্যাপার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

অহীন্দ্র সেন তাঁরছবির নায়িকাকে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেলেন হোটেল আসানসোলইন্টারন্যাশনালে।

পুরোব্যাপারস্যাপারগুলোই একটু ঘোরালো হয়ে গেল। তবে অহীন্দ্র সেন ভাগ্যবান এই কারণেই যে, তাঁর সহ পরিচালকদীপ্তেন্দু রায়চৌধুরী , প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাস এবংক্যামেরাম্যান ভিক্টর বাসু তিনজনই একেবারে রত্ন। একটা প্রাডাকশন ইউনিটে এমন চৌখস মানুষজন থাকলে সত্যি কথা বলতে কি, ডিরেক্টরের ভাবনাচিন্তা পঞ্চাশ শতাংশ কমে যায়। তাই হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে, একটাহুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে, চেয়ারে বুঁদ হয়ে বসে রইলেন তিনি।

সন্ধের ঠিকমুখে মুখে অহীন্দ্র সেনের ঘরে কলিং বেল বাজলো। পরিচালক দরজা খুলেই দেখলেন সুবোধ এবং দীপ্তেন্দু দাঁড়িয়ে। হুইস্কির প্রভাবে অহীন্দ্রবাবু আচ্ছন্ন। চোখদু'টো রক্তাভ।

অহীন্দ্রদা, ডামিযোগাড় হয়ে গেছে। একেবারে সলিড। এতটা সাকসেস হবো ভাবিনি।

বাঃ! তাইনাকি। তোমরা বসো একটু । আমি বাথম থেকে আসছি।

বাথমে ঢুকেশাওয়ারের নিচে নিজেকে ভিজিয়ে নিয়ে নেশা কাটিয়ে অহীন্দ্র সেন ফের নিজেরমেজাজে চলে এলেন । কাজের ব্যাপারেতাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। শোক-তাপ অথবা নেশা, কোনকিছুই তাকে আটকে রাখতে পারবেনা। ঝকঝকে হয়ে বাথম থেকেবেরোলেন অহীন্দ্র সেন।

বলো দীপ্তেন্দু,সুবোধ !

একজনটাউটকে পাঠিয়েছিলাম ওখানকার বাউড়ীপাড়ায় । একটি মেয়েকে পাওয়া গেছে। নাম শেফালীবাউড়ী। বয়েস চব্বিশ। শক্তসামর্থ্য মেয়ে। বোকা হাঁদা নয়। ডেকে পাঠিয়েছিলাম। হাইটে আম্রপালিদির মতোই হবে । হিরোইন ছাগলছানার পিছু পিছু ফাটলেরপঞ্চাশ ফুট দূরত্ব পর্যন্ত যাক । বাকী পঞ্চাশ ফুটহিরোইনকে ছেড়ে ক্যামেরা ডামিকে টেক করবে ।

সব ব্যাপারটানিয়ে তিনজন মিলে প্রায় ঘন্টা দুয়েক আলোচনা করলো। কিভাবে কি হবে। তবে নিখুঁতপরিকল্পনা তৈরি হলো। তারপরপাশের ঘর থেকে আম্রপালিকে ডাকা হলো। তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হলআগামীকালের সুটিংয়ের যাবতীয় বিষয়।

আম্রপালিযথেষ্ট মনমরা হয়ে পড়েছে । সে যত্ন নিয়ে শুনলো, কালকে তার কাজের ধরণকেমন হবে।

নিজের ঘরেযাবার সময় সে যথেষ্ট সংকোচে বললো, অহীন্দ্রদা, আপনাদের ভারীপ্রবলেমে ফেলে দিয়েছি । কিন্তু কিকরবো বলুন। ওই বিরাট হা-হা করাফাটল দেখলেই আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। গা গোলাচ্ছে।

ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। কালকের সুটিংয়ের জন্য তৈরী হও। আর সব কথা ভুলে যাও এখন থেকে। ডায়লগ মুখস্ত করতে থাকো ।

দরাজ হয়েউঠলেন পরিচালক অহীন্দ্র সেন ।

তিন

স্থানীয়থানাকে বলে রাখা হয়েছিল। পরের দিনসকালেই একটা জিপে ডজন খানেক আর্মড কনস্টেবল হাজির ভানোড়া কয়লাখনির পরিত্যক্ত ধসেরসামনে। ক্যামেরাম্যানসহ সুটিংকর্মীদের পুরো দল নিয়ে বিরাটএকটা গাড়ি চলে এলো। এলো জেনারেটরকার। সহ-পরিচালক , মেক-আপ ম্যান,সহশিল্পীদের নিয়ে এলো

আরো একটা লাক্সারি গাড়ি। অহীন্দ্রবাবু আম্রপালির সঙ্গে এলেন একটাঅ্যাম্বাসাডারে। টিমের লোকজন কাজ শুকরে দিয়েছে। জেনারেটর চালিয়ে টেস্ট করা হলো। তাঁবু খাটিয়ে কাম্প করা হচ্ছে। নামানো হলো ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল।
সুবোধ কোথায়? অহীন্দ্র সেন জিজ্ঞেস করলেন ?
শেফালীবাউড়ীকে আনতে ওদের গ্রামে গেছে।
দীপ্তেন্দু,মেয়েটির সঙ্গে টাকা পয়সার ব্যাপারটা পরিষ্কার কথা বলে নিয়েছো তো ?এসব কেসে পরে বড্ড ঝামেলা হয় ।
হ্যাঁ হ্যাঁ । শেফালীর স্বামীর হাতে তিন হাজারটাকা আগে দিয়ে দেওয়া হবে । কাজ শেষ হয়ে গেলে শেফালীকে দেওয়া হবে একহাজার টাকা ব্যাস !
দেখা গেল একটাপ্রাইভেট কার ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে।
গাড়ি থামলো।নামলো সুবোধ বিশ্বাস। আরো নামলো ঋজু চেহারার একটি কালো মেয়ে এবংএকটি আদিবাসী যুবক। ওদের নিয়েসুবোধ বিশ্বাস পরিচালকের কাছে এলো দ্রুত।
অহীন্দ্রদা, চলেএসেছি। একটুও সময় নষ্ট করিনি। এই হলো শেফালী বাউড়ী। ওর রোল গুছিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এই যে শেফালীর স্বামী হরিরাম বাউড়ী। হরিরামের হাতে আগাম তিন হাজারটাকা দিয়ে দিয়েছি গাড়িতেই।
সুটিং স্পটতৈরি। ক্যামেরা ট্রলিতে দাঁড়িয়ে। অহীন্দ্র সেন ফিরে পেয়েছেন তাঁর নিজস্বমেজাজ। টগবগ করে ফুটছেন তিনি ।
লাইট-এক্সপার্টপকেট থেকে অ্যাপারেটর মাপযন্ত্র বের করে আলোর কঙিক্ষত মাপ বুঝেনিচ্ছেন । রিফ্লেক্টরম্যানরাএখানে-ওখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের নির্দেশের অপেক্ষায় ।
সিনেমারপর্দায় দেখা সুন্দরী নায়িকা আম্রপালি চৌধুরীর পাশে বসে মেক আপ নিচ্ছেশেফালী বাউড়ী। শেফালী ভাবতেইপারছে না, সে স্বপ্ন দেখছে না সবটাই বাস্তব ! পর্দার হিরোইন তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে,'শেফালী, কাজটা একেবারে ফার্স্টক্লাস করে করতে হবে কিন্তু। তাহলে আর কি লাগে ! জান দিয়ে দেবে শেফালী। সুবোধ বাবু বলেছেন, তোমাকে দেখবে সারাদেশের লোক। শেফালী, তুমি তোপ্রায় হিরোইন ।
গতরাতেমাতাল স্বামী শেফালীকে বহুদিন বাদে খুব আদর করেছে। শেফালীর দৌলতে তারহাতে চলে আসছে কড়কড়ে চার হাজার টাকা। সোজা কথা! বহু-বহুদিন বাদে শেফালীর আনন্দ একেবারেউপছে উঠছে। গতরাতে তাই সেদেশি মহুয়াতেও কয়েকটা চুমুক দিয়েছিলো।
পরিচালকচিৎকার করে উঠলেন।
এবার স্পটরিহার্সাল । সব রেডি।
সামনেইছাগলছানাটি কোলে নিয়ে প্রোডাকশনের এক কর্মী। কাছাকাছি একটি সাঁওতাল গ্রাম থেকে এটিকেকিনে আনা হয়েছে ।
স্পট রিহার্সালহলো।
তারপরফাইনাল রিহার্সাল।
এবার হবে কমপ্লিটশট্ ।
ক্যামেরাপ্রস্তুত। অ্যাপারেটর মিটারেআলো পরীক্ষা করে নিলেন লাইট এক্সপার্ট। আম্রপালির মুখে, বুকে তীব্র আলোরছটা। শেফালীরও তাই।
এবারকমপ্লিট ফাইনাল শট্ ! সব রেডি।— পরিচালক বললেন।
হ্যাঁ অহীন্দ্রদা। সব ওকে। দীপ্তেন্দু বললো।
নো টক্ । ফুল সাইলেন্ট !
অহীন্দ্র সেনক্যামেরাম্যানকে বললেন, স্টার্ট !
ক্যামেরা চলতে শু করলো।
ছাগলছানাটিকেছেড়ে দেওয়া হলো। সন্ত্রস্ত ছাগলছানাদৌড়োচ্ছে আগে আগে। তার পেছনে এই এই করে ছুটলো হিরোইন আম্রপালি। ক্যামেরা টেক করছে সবটাই।
কাট্ ! চিৎকার করলেন পরিচালক।
প্রথমপর্যায় এই পর্যন্ত। এবার ডামিরপালা।
পরিচালকবললেন, কোন ব্রেক নয়। সেকেণ্ড ফেজ এক্ষুনি। ক্যামেরা রেডি। শেফালীতুমি রেডি তো ? তুমিই তো এখন হিরোইন। — শেফালী খুশিতে মাথানাড়লো।
লাইট !ক্যামেরা স্টার্ট !
এবার টিমেরএকজন ছাগলছানীটির ল্যাজটা মুচড়ে বেশ করে কান মুলে ছেড়ে দিলে তাড়াদোলা ধসের দিকে । ভীত ছাগলছানা সেদিকে দৌড়লো।
ক্যামেরা ফেরচলতে শু করেছে। ছাগলছানার পেছনপেছন দৌড়চ্ছে শেফালী বাউড়ী। অহীন্দ্র সেন নিজেও একাত্ম হয়ে গেছেন এই দৃশ্যটির সঙ্গে। তিনি চিৎকার করলেন, শেফালী আরো জোরে ! আর একটু !
সে নায়িকা।হিরোইন। সিনেমায় তাকে দেখা যাবে। এই ঘোরে ছিলো শেফালী বাউড়ি। খনি শ্রমিকের বউ । দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। পরিচালক বলেছে, ছাগলছানাটিকে নিজেরসন্তানের মতো ভেবে তাকে দৌড়াতে হবে। ছাগলছানাটির কাছাকাছি তাকে থাকতে হবে। ক্যামেরার একই প্রেমের মধ্যে। সে নিখুঁত কাজ করে দেখাবে। একেবারে নিখুঁত। তার সামনে শুধুই ছাগলছানাটি। যে তার সন্তানের মতো।
চোখে-মুখেউৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক ফুটিয়ে তুললো শেফালী।
ক্যামেরা দূর থেকে জুমিং করে ক্লোজআপে ধরেছে শেফালীর মুখ। একেবারে নিখুঁত অভিব্যক্তি।
ছাগলছানাটিছুটতে ছুটতে এবার ধসের ফাটলের গভীরে পড়ে হারিয়ে গেল। তারক্ষীণ কণ্ঠ শুধু ভেসে উঠলো বাতাসে।
ঘোরের মধ্যেথাকা শেফালীর কানে গিয়ে পৌঁছলো ছাগলছানার সেই ক্ষীণ আর্তরব। তার সন্তান? সে আরো জোরে ছুটলো। তার চোখে মুখে সন্তান হারানোর শোক আর হাহাকারের স্পষ্ট অভিব্যক্তি। এতো অভিনয় নয় ! এ তো প্রখর বাস্তবের দৃশ্যপট !ক্যামেরা জুম করে ধরে নিয়েছে সেই মুখচ্ছবি।
অহীন্দ্র যেনচিৎকার করলেন।
কাট্ ! শেফালীথামো !
কিন্তু কয়েকসেকেণ্ডের নায়িকা শেফালী বাউড়ি তখন আর নিজের মধ্যে ছিলো না। পঞ্চাশফুট দৌড়েও সে থামেনি। থামার কথাতার মনেও আসে নি।
এবার আরতার পা দুটো মাটির ওপরে নেই। ফাটলের গভীর শূণ্যতা ধরে সে নিচে নামতে লাগলো। সে হারিয়ে যেতে লাগলো। তার মরণ চিৎকার ফাটলের

দু'পাশেধাক্কা খেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিধ্বনি তুলে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল। অহীন্দ্রসেন চিৎকার করে উঠলেন-- সর্বনাশ ! সর্বনাশ হয়ে গেল !
চারিদিকে হৈহৈ রব উঠলো। বন্দুকধারী পুলিশকনস্টেবলরা ছুটে এলো ধসের কাছে। একটা প্রোডাকশন টিমআতঙ্কিত, বিমূঢ়।
তারই মধ্যেপরিচালক অহীন্দ্র সেন প্রোডাকশন টিমকে 'প্যাক অর্ডার দিলেন।

চার

ভয়ঙ্করএই ঘটনায় বিহ্বল সবাই। জনবসতি থেকেদূপে বলে গ্রামের লোক এখনো ব্যাপারটা জানে না। শেফালী বাউড়ীর স্বামী হরিরাম চেঁচামেচি জুড়েদিলো। সকালে একটু বাংলা মদ ও পেটে ঢেলেছিলো। এবার কান্নাকাটি করতেলাগলো। সুবোধ বিশ্বাস দাণ ঠাণ্ডামাথার মানুষ। সে আম্রপালি, ও তারসাহায্যকারী বিউটিশিয়ান মহিলা, মেক আপম্যান, লাইট এক্সপার্টসহ টিমের টেকনিক্যাল গ্রুপটাকে আসানসোলে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। এবার পরিচালককেবললো, অহিন্দ্রদা, দীপ্তেন্দুদাকে নিয়ে আপনি থানায় চলে যান। আমি হরিরামকে সামলাচ্ছি। টোটাল প্যাক আপ করে জেনারেটর আর সমস্ত গাড়ি আসানসোলপাঠিয়ে দিচ্ছি।
অ্যাসিস্ট্যান্টডিরেক্টর দীপ্তেন্দু রায়চৌধুরীকে নিয়ে অহীন্দ্রবাবু থানায় চলে গেলেন। সুবোধ বিশ্বাস টোটাল টিম-ক্যাম্পগুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলো।
এবারহরিরামকে নিয়ে এই ফিল্মের প্রোডাকশন ম্যানেজার সুবোধ বিশ্বাসতাঁর ক্রিম রঙের টাটা সুমো গাড়িরকাছে এলো। কাঁদতে কাঁদতেহরিরামের গলা ভেঙে গেছে।
হামার বৌ টমর গেল রে! হা ভগবান ইবার কি হব্যেক রে। হঁই বাবুলোগ, হামায় বৌকে ফিরাঞ্জিন্ দে বাবু। হা শেফালী! তু কুথাকে গেইলিবটে! ত কুথাকে গেঁইলি রে!
হরিরামেরকান্নায় একটুও গলল না সুবোধ বিশ্বাস। কারণ সে শুনেই এসেছে, হরিরাম মাইনের বেশীরভাগ টাকা মদখেয়েই উড়িয়ে দেয়। পারলেশেফালীকেই বেচে দেয়, এমন ধারা লোক সে।
সুবোধবাবুহরিরামকে ঠেলে টাটা সুমোয় তুললো। নিজেও উঠলো।
হরিরাম বোসোচুপটি করে!
ধমক খেয়েহরিরাম চুপ। সুবোধবাবু সিটেরনিচে থেকে একটা অ্যাটাচি কেস বের করলেন।
এবার চাহনীতীব্র করে তাকালেন হরিরামের দিকে।
তোমারবউয়ের দাম কতো? দশ হাজার ? নাবিশ হাজার?
অ্যাটাচিকেসের ডালা খুললেন সুবোধ বিশ্বাস। সেখানে একশো আর পাঁচশো টাকায়বাণ্ডিল ঠাসা ছিলো। হরিরাম বাউড়ী চুপ।
পঞ্চাশ হাজারটাকা পাবে। আজ দূরে কোনো আত্মীয় বাড়িতে চলে যাও। গ্রামে যাবে না।কাল সকালে হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশনালে আমার সঙ্গে দেখ াকরবে।
হরিরাম মনেমনে ভাবে পঞ্চাশ হাজার! বাপরে বাপ! কাল উটাকে ষাট-সত্তর বুলবক। আরএকটা বিহা করবক। শেফালী ট বড়্দজ্জাল ছিল বটে !
অহীন্দ্রবাবু আরদীপ্তেন্দু রায়চৌধুরীর সঙ্গে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই থানার ও সি চলে এলেন। অহীন্দ্রবাবু তার ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য বজায় রেখে ও সি - র সাথে কথা বলছিলেন।
সো স্যাড!আচমকা এমন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ! সো আনফরচুনেট ! চলুন, স্পটেচলুন। -- ও সি বললেন।
সব ঘুরে দেখলেনও সি। বিখ্যাত এই চিত্র পরিচালককেতিনি কি-ই বা বলবেন ! অহীন্দ্র সেন শুধু বললেন আপনি একটু দেখবেন যাতে আমরা এখানেসুটিংয়ের কাজটা কমপ্লিট করতে পারি। শেফালীর হাজব্যাণ্ডেরচাহিদামতো আমরা ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিচ্ছি।
ও সি বললেন,আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। পুলিশ ফুল প্রোটেকশন দেবে আপনাদের।
থ্যাঙ্কইউ। থ্যাঙ্কইউ। আপনি আসুননা আজ হোটেল আসানসোল ইন্টারন্যাশন্যালে।
দেখি। পারলেযাবো। কোথায় কখন ছুটতে হয়। তার তো কোন ঠিক নেই। ও সি হেসে বললেন।
শেষপর্যন্ত পুলিশ একটা মামুলি দুর্ঘটনাজনিত কেস ফাইল করলো।
বিরাট বড় একঝঞ্ঝাট মিটলো। পরিচালক, সহপরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার, অভিনেত্রী আর প্রোডাকশন ইউনিটেরকর্মীরা হোটেলে নিশ্চিন্তভাবে একটু বিশ্রাম নেবার অবকাশ পেলো।
রাতেহোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ডিনার দিলেন ডিরেক্টর। থানার ও সি ও চলে এসেছেন।
আরে আসুনআসুন , মিস্টার বক্সী!
হ্যাঁ, চলে এলামআপনার লোকজনেদের সঙ্গে আলাপ করতে।
বলুন, কি খাবেন? ড্রিংক্স, কোল্ড না হট্ ? আপাততকফি খান। তারপর অন্যান্যগুলোহবে। আম্রপালি !এদিকে এসো! ইনিহচ্ছেন মিস্টার বক্সী। দাণ মানুষ। আম াদের সব প্রবলেম সলভ্ করেদিয়েছেন। ওখানকার থানার ও সি। ও হচ্ছে আম্রপালি চৌধুরী। এখনকার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। আমাদের এই ছবির হিরোইন।
নমস্কার। আপনি আমাদের গোটা টিমকে এক বিচ্ছিরিঅবস্থা থেকে বাঁচিয়েছেন। ;-- আম্রপালি মদির হাসি হাসলো।
ও সি সাহেবগদগদ।-- না না, এ আর এমন কি ! এইফিল্মই হয়তো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে আসবে।
এ-কথায় অহীন্দ্রসেন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।
হ্যাঁ, সত্যিকথা বলতে কি আজ যে শট্টা আমরা নিলাম, তার তুলনা নেই! এমন রিয়ালিটি ভাবাই যায়না। যেখানেক্যামেরার কোনো কেরামতি নেই। অসাধারণ মানবিক এবং রূঢ়কঠিন বাস্তব এক দৃশ্য আমাদেরক্যামেরা আজ টেক্ করে রেখেছে। পৃথিবীর কোন পরিচালক এমনউদাহরণ রাখতে পেরেছেন কি না আমার জ ানা নেই।
সত্যি ,রিয়েলি একসেলেন্ট!
--উচ্ছ্বাসেআবেগে আম্রপালি তাঁর পরিচালক অহীন্দ্র সেনকে জড়িয়ে ধরলো। অহীন্দ্র সেনও আজউদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছেন।
আম্রপালি জানে,এই ছবি যদি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়, ছবির নায়িকা হিসাবে তারওপুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। নাহলেও পুরস্কৃত ছবির নায়িকা হিসাবে আন্তর্জাতিক মহলে তাঁর নামপরিচিতি পাবেই।
তাই আম্রপালিচৌধুরী তাঁর পরিচালক অহীন্দ্র সেনের কাছে আরো মদির, আরো কামনাময়ীহয়ে উঠতে চাইলো। আত্মসমর্পিতারভঙ্গী তার চাহনীতে, শরীরে। সে

মনেমনে বললো, অহিন্দ্র সেন, আজ রাতে আমি তোমারই।
এদিকেব্যাঙ্কোয়েট হলে ডিনার জমে উঠেছে। হুইস্কির বোতল খোলার আওয়াজ। প্লেটে কাঁটা চামচের শব্দ।
বুঝলেআম্রপালি, যে ছবি আজ সেলুলয়েডে ধরাপড়লো, তাকেই এককথায় বলা যায় ।
রিয়েলি ফ্যান্টাসটিকঅহীন্দ্রদা। -- আম্প্রপালির কণ্ঠস্বর যখন মদির। তার ঢলঢল কাঁচা অঙ্গ তখনপরিচালকের শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
বহুদূরেকয়লাখনি ধসের সেই ফাটলের অন্ধকারে শেফালী বাউড়ী নিস্পন্দ ছাগলছানাটিরপাশে রক্তাক্ত, থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে রইলো। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলো পৃথিবীর বুকে। আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠলোফাটলের ভেতরকার সেই অন্ধকার । এক মানবী আর একটি অজ শাবকের কথা সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com